দৈনিক খবর

তারিখ ... 25 MAR 1990

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

62

আমার প্রথম কাজই হবে ভার্সিটি খোলা

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রমজানের মধ্যে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী ২৯শে মার্চ আহূত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে করে জানা গেছে।

এব্যাপারে গতরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্যের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, 'আমার প্রথম কাজ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করা। যতশীঘ্র সম্ভব খোলা হবে।'

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য

২-এর পাতায় দেখুন

আমার প্রথম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধ্যাপক আবদুল মান্নানের পদত্যাগ এবং অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মূলতঃ রমজানের আগে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রশ্নে মতবিরোধ থেকে সৃষ্ট এক জটিল পরিস্থিতিতে উপাচার্য আবদুল মান্নান পদত্যাগ করেছেন। এঅবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথে মত বিনিময় ও আপোষ আলোচনার ভিত্তিতে নতুন উপাচার্য রমজানের প্রথমার্ধের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার কথা ভাবছেন বলে জানা গেছে। এলক্ষ্যে নতুন উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান আগামী ২৯শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সভা আহবান করেছেন। এসভা অনুষ্ঠানের আগেই নতুন উপাচার্য ডাকসু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের বৈঠক আহবান করবেন। ডাকসু ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা এবং সুষ্ঠু পরিবেশ অব্যাহত রাখার প্রশ্নে আলোচনা করা হবে। এ আলোচনার ভিত্তিতে ২৯শে মার্চ অনুষ্ঠেয় সিন্ডিকেটে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আগামী এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক হল খুলে দিয়ে পরীক্ষাগুলো নেয়ার ব্যবস্থা করার চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে বলে সূত্র জানায়।

নয়া উপাচার্যের বক্তব্য

বিশ্ববিদ্যালয় খোলা প্রসঙ্গে গতরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, যতশীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করব। আগামী সিন্ডিকেটের সভাতেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

সাবেক উপাচার্যের সময়ের অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্তের কোন উদ্যোগ নেবেন কি-না জানতে চাইলে মনিরুজ্জামান বলেন, আমি তো দীর্ঘ সময়ের জন্য উপাচার্য থাকছি না। বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমার দায়িত্ব। তাই গুরুত্ব অনুযায়ী আমার এ মুহূর্তের কাজ বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ও অচলাবস্থা নিরসন করে সিনেট বসানোর ব্যবস্থা করা। তদন্তের বিষয় পরে দেখা যাবে।

ছাত্র সংগঠনের প্রতিক্রিয়া

নবনিযুক্ত উপাচার্যের দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব হবে এ আশা ব্যক্ত করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান এ প্রতিনিধিকে বলেন, আমরা উপাচার্য মান্নানের পদত্যাগকেই পুরো বিজয় মনে করি না। তার বিচার হলেই পুরো বিজয় হবে। সম্প্রতি ডাকসু বাতিলের দাবী ভুল হয়েছিল এবং সময় হলে আবারো বাতিলের দাবী জানান হবে বলে তিনি জানান।

ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল বলেন, যে কারণে অধ্যাপক শামসুল হক ও আবদুল মান্নান পদত্যাগ করেন, আজো সে অবস্থা চলছে। নতুন উপাচার্যের আগমনে খুশী কিম্বা অখুশীর কিছু নেই। তবে দুঃখজনক যে, স্বাধীনতার পরে কোন উপাচার্যই মেয়াদ শেষ করতে পারেননি। নতুন উপাচার্য সমস্যার সমাধান করতে পারবেন বলে আমি আশাবাদী।

এ ব্যাপারে নয় সংগঠনের একজন নেতা বলেন, সাবেক উপাচার্য সমস্যা সমাধানের কোন পথই বের করতে অপারগ ছিলেন। তিনি কোনক্রমেই জট খুলতে পারছিলেন না। অতএব পরিবর্তন ছিল অনিবার্য। নতুন উপাচার্যের দ্বারা পরিস্থিতির উন্নতির ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।